পীরের বিরুদ্ধে মূর্তি পূজার অপবাদ ও বেয়াদবী!

সৈয়দ আহমদ সাহেব পীরের দরবারে (শাহ আবদুল আজিজ) তাদের ভাষ্যমতে তাসাউফের মনজিল সমূহ (স্তর) অতিক্রম করতে ছিলেন। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব যখন "তাসাববুরে শেখ বা পীরের ধ্যান" করার কথা বললেন- তখন সৈয়দ আহমদ সাহেব বলে উঠলেন- "আমি এটা করতে পারবো না। কেননা, পীরের ধ্যান করা আর মূর্তি পূজা করার মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। মূর্তি পূজা হচ্ছে জঘন্যতম কুফরী ও শির্ক।"

তার কথা শুনে শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ) পারশ্য কবি হাফেজ মুসলেহ উদ্দীন সিরাজীর নিম্মোক্ত কবিতাংশটি পড়লেন-

"বে মায় সাজজাদা রঙ্গীন কুন গরত পীরে মুগাঁ গোয়েদ,
কে ছালেক বে খবর না বুয়াদ জে রাহ ও রস্‌মে মনজিল্‌হা।

অর্থ ঃ যদি কামিল পীর নির্দেশ করেন- তাহলে তুমি নামাযের মোছল্লাটিও শরাবের দ্বারা রঙ্গীন করে নাও- কেননা, খোদার পথের পথচারী ঐ পথ ও পথের যাবতীয় রুছম ও স্তর সম্পর্কে বে-খবর নন। (হাফেজ সিরাজী)

এ কবিতা শুনে সৈয়দ আহমদ সাহেব বললেন- **"আপনি যা নির্দেশ দিবেন, তাই করবো। কিন্তু পীরের অবর্তমানে পীরের ধ্যান করা, তার কাছ থেকে রূহানী সাহায্য ও তাওয়াজ্জুহ চাওয়া তো মুর্তি পূজা এবং প্রকাশ্য শির্ক। আমি কখনও একাজ করবোনা।"** (সৈয়দ মুহাম্মদ আলীর মাখজানে আহমদী পৃঃ ১৯)।

পারস্য কবির ভাষায় বলতে হয়-

তারাছছুম কেহ্ না রছি বে কা'বা আয় আ'রাবী;
কে-ইঁ রাহ্ কেহ্ তু মি রভী বে তুর্কিস্তান আস্ত।

অর্থ ঃ হে আরবের যাযাবর! আফসোস! তুমি কা'বায় পৌঁছতে কখনো সক্ষম হবে না- কেননা, তুমি যেপথ ধরেছো- তা তো তুর্কিস্তান গামী।

মন্তব্য ঃ স্মরণ করা যেতে পারে - ইনি ঐ সৈয়দ সাহেব এরূপ উক্তি করছেন- যিনি কোরআন হাদীসের কয়েকটি সুরা ব্যতিত নাজেরা কোরআনও পড়তে পারতেন না, যিনি কারিমা পান্দেনামা কিতাবের প্রথম পংতি "কারিমা বেবখ্‌শা বর হালে মা" তিন দিনে মুখস্ত করেছিলেন- তাও আবার ভুলে যেতেন, যাকে ইলম শিক্ষা দিতে শাহ আবদুল আজিজ অপারগ হয়ে গিয়েছিলেন, যিনি "শিয়িয়ানে আলী'র অর্থটুকু পর্য্যন্ত জানতেননা। আর আজ তিনি বলছেন- পীরের ধ্যান করা হলো মূর্তি পূজা ও প্রকাশ্য শির্ক?। আশ্চর্য লাগে যে, তিনি আপন পীরের বিরুদ্ধেই মূর্তি পূজার অপবাদ দিচ্ছেন!

কবির ভাষায় বলতে হয়-

"চুঁ কুফর আজ কা'বা বরখিজাদ- কুজা মানাদ মুসলমানী"

অর্থ ঃ কা'বা ঘর থেকেই যদি কুফরীর গন্ধ পাওয়া যায়, তাহলে মুসলমানিত্ব থাকে

আর এমন পীরের বিরুদ্ধে মূর্তি পূজার অপবাদ দেয়া হচ্ছে - যার হলকায়ে ইলম ও ইরফানের চর্চা হিন্দুস্তানের সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছিল এবং এই পীরের ধ্যানকে মূর্তি পূজা ও প্রকাশ্য শির্ক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে- যা সহস্র বছর ধরে জমিনের বুকে আল্লাহওয়ালাগণের আমল ছিল। এখন আপনি ইচ্ছা করলে জ্ঞানান্ধ সৈয়দ আহমদের কথা গ্রহণ করতে পারেন- আর ইচ্ছা করলে শাহ্ আবদুল আজিজ থেকে শুরু করে শেখ আবদুল কাদের জিলানী, খাজা মঈনুদ্দীন আজমেরী, মুজাদ্দেদ আলফেসানী ও বাহাউদ্দীন নক্শবন্দ- এর উপর মূর্তি পূজা ও প্রকাশ্য শির্ক-এর অপবাদ আরোপ করতে পারেন। আর যদি ইচ্ছা করেন- তাহলে এই মতামতকে সৈয়দ আহমদের বিদ্যাহীনতা ও প্রতারনাও সাব্যস্থ করতে পারেন। দ্বিতীয় পন্থাটিই বেশী সহজ মনে হয়।

পীরের ধ্যান করা সম্পর্কে দেওবন্দের মুরুব্বীগণের অভিমত

"তাসাববুরে শেখ" (পীরের ধ্যান)সম্পর্কে এতক্ষন সৈয়দ আহমদের ধ্যান ধারনা শুনার পর এবার দেওবন্দের মুরুব্বী মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর কথাও শুনুন। ইনি সৈয়দ আহমদ সাহেবের সিলসিলার খলিফাদের নিকট একজন বুযুর্গ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। তাহলে চিত্রের এপিঠ ওপিঠ উভয় দিকই সামনে এসে যাবে। **মাওলানা আশরাফ আলী থানবী আরওয়াহে সালাসা পুস্তকের ২৯০ পৃষ্ঠায় লিখেন-**

"একদিন হযরত গাঙ্গুহী রহমতুল্লাহি আলাইহি খুব জোশের হালাতে ছিলেন এবং তাসাব্বুরে শেখ প্রসঙ্গটি তার সামনে উত্থাপিত হয়েছিল। তিনি জোশে এসে বললেন- বলবো? লোকেরা আরজ করলো- বলুন। পূনঃ তিনি বললেন- বলবো? এবারও লোকেরা বললো- বলুন। আবারও তিনি বললেন- বলবো? লোকেরা বললো- বলুন। এবার তিনি বলতে লাগলেন- "পূর্ণ তিন বৎসর হযরত ইমদাদের (পীরের) চেহারা আমার অন্তরে ছিল- আমি (এ সময়ে) তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কিছুই করিনি।" পুনরায় তিনি জোশে এসে গেলেন- বললেন, বলব কি? আরজ করা হলো- হযরত! অবশ্যই বলুন। তিনি বলতে লাগলেন - "বিগত কয়েক বৎসর ধরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কলবে ছিলেন এবং (ঐ সময়ে) আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া কোন কাজই করিনি" (আরওয়াহে সালাসা - আশরাফ আলী থানবী পৃঃ ২৯০)।

মন্তব্যঃ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী "তাসাববুরে শেখ" চর্চা করতেন। এমন কি- "তাসাববুরে রাসুল" এর দ্বারাও তিনি উপকৃত হতেন। পূর্ন তিন বৎসর পর্যন্ত নিজ তরিকতের পীর হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ ও কয়েক বৎসর পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কলবে ছিলেন।

সৈয়দ সাহেবের গবেষণা অনুযায়ী দেখা যায়- মাওলানা গাঙ্গুহী সাহেব মূর্তি পূজক ও প্রকাশ্য কাফির হয়ে গেছেন। ফারসী প্রবাদে আছে-

"নিম হেকিম খাতরায়ে জান,
নিম মোল্লা খাত্‌রায়ে ঈমান।"

অর্থ ঃ "ঠুনকো কবিরাজ হলো- জীবনের জন্য বিপদজনক

কিন্তু- নিম মোল্লা হলো ঈমানের জন্য বিপদজনক।"

আমি (গার্দেজী) এ প্রবাদটি আপনাদেরকে শুনানোর উদ্দেশ্যে বলছিনা- শুধু শেখ সাদীর ভাষায় এতটুকু আরজ করাই আমার উদ্দেশ্য-

"চু শামা" আয পায় ইলম বায়েদ গোদাখ্‌ত,
কেহ্‌ বে ইলম না তাওয়া খোদারা শেনাখ্‌ত।"

অর্থ ঃ বিদ্যা অর্জনের জন্য তুমি শামা'র মত জ্বলতে থাকো, কেননা, বিদ্যাহীন ব্যক্তি খোদার সঠিক পরিচয় লাভ করতে পারে না।

আমি বিচার আচারের যোগ্যতা রাখিনা সত্য- কিন্তু কারিমা পান্দেনামার মত প্রাথমিক স্তরের বিদ্যা হতেও অন্ধ সৈয়দ সাহেব এবং খাতামুল মোহাদ্দেসীন শাহ আবদুল আজিজের মাকাম ও মর্তবার মধ্যে পার্থক্য করা এবং বুঝার ক্ষমতা অবশ্যই আমার আছে।

যদি পীরের সাথে সৈয়দ সাহেবের উক্ত বাক বিতন্ডা সত্য হয়ে থাকে এবং অবশ্যই সত্য, কেননা, বর্ণনাকারী হচ্ছে স্বয়ং ইসমাইল দেহ্‌লভী- তাহলে বলতে হয় যে, সৈয়দ সাহেবের খেলাফত লাভ করার কাহিনীটি একটি কাল্পনিক গল্প হতে পারে- কিন্তু সত্য ঘটনা হতে পারে না। মূর্তি তৈরী ও মূর্তি ভাঙ্গার মধ্যে যেমন কোন মিল নেই, আগুন আর পানির মধ্যে যেমন কোন মিল নেই, তদ্রুপ পীর আর মুরীদের গতিপথের মধ্যেও কোন মিল পাওয়া যায় না। পীরের ভ্রমন হচ্ছে আকাশ পথে, আর কথিত মুরীদের ইতস্ততঃ ভ্রমন হচ্ছে মরুভূমির চোরা বালিতে। সৈয়দ সাহেব যেহেতু লেখাপড়া থেকে বিলকুল অন্ধ ছিলেন- তাই তাবলীগ ও হেদায়াতের দ্বারা মানুষকে প্রভাবিত করার কোন ইল্‌মী যোগ্যতাই তার ছিল না।

এ প্রসঙ্গে শেখ ইকরাম লিখেছেন-

"ওয়াজ ও তাবলীগের ক্ষেত্রে সৈয়দ সাহেবের অতটুকু যোগ্যতা ছিল না- যা ছিল শাহ ইসমাঈল শহীদের" (শেখ ইকরামের লিখিত মৌজে কাউছার পৃঃ ১৭)।

[কোন ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ বিদ্যাহীন হয় এবং প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে যদি কোন যোগ্যতাই তার না থাকে- তা হলে সে দ্বীন ও ইসলামকে জীবিত করবে কি ভাবে? অর্থাৎ মোজাদ্দিদ দাবী করবে কি ভাবে? সুতরাং তাকে মুজাদ্দিদ বলা আর কলা গাছকে তালগাছ বলা একই কথা- অনুবাদক।]